সংযোজনী-ঘ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০২১-২০২২)

প্রকল্প সাহায্য ৯২.৬৬% এর কম ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংযোজনী-ঘ

'প্রকল্প সহায়তা ' ব্যয় জতীয় গড় ৯২.৬৬% এর কম হওয়ার কারণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
১.	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২১৩৬৮.০০	১৯৭৪৮.৮৫ ৯২.৪২%	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান China State Construction Engineering Corporation Limited কর্তৃক যথাসময়ে প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন আরবান রেজিলিয়েন্স ইউনিট বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না করা । ফলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সম্পূর্ন অংশ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। • ৩১/১২/২০২১ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল বৃদ্ধি এপ্রিল ২০২২ মাসে পাওয়া যায়, ৪ (চার) মাস বরাদ্দ না থাকায় প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। • নির্মাণ সামগ্রীর অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। • তাছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণকালে জমির মালিকানা ও সীমানা চিহ্নিত করণ সংক্রান্ত বিষয়ে এলাকার মানুষের আপত্তি থাকায় নির্মাণ কাজ বার বার বাধাগ্রস্ত হওয়ায় বরাদ্দকৃত বাজেটের সমুদয় অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।
২.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১৯২৫.০০	১৭৩৮.৯২ ৯০.৩৩%	কোভিড-১৯ এর প্রভাবে প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণসহ মাঠ পর্যায়ের কাজ করা সম্ভব হয়নি।
৩.	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৯০৪২৫১.০০	৮১৫২৮৮.৫৬ ৯০.১৬%	• রেলওয়ে স্থাপনা ও নির্মাণ খাতে পিএ অংশে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ম্যাচিং জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা) না থাকায় পিএ অংশের এবং জিওবি মূলধন অংশের অর্থ ব্যয় করা সম্ভবপর হয়নি। • অন্যান্য দপ্তর হতে ইউটিলিটি শিফটিং প্রাক্কলন যথাসময়ে প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ না করায় জিওবি অংশের অর্থ ব্যয়িত হয়নি। • করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে ভৌত কাজ বিলম্বিত হয়। • ভূমি অধিগ্রহণ জনিত জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা কারণে ব্যয় কম হয়েছে। • পরামর্শক প্যাকেজের চুক্তির ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্ব হওয়া। • পাসকৃত বিল থেকে ১২.২১ কোটি টাকা স্থগিত রেখে বিল পরিশোধ করায় ব্যয় কম হয়েছে। • পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ভেরিয়েশন অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় পিএ রাজস্ব খাতে শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা যায়নি। • ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ভেরিয়েশন অনুমোদিত না হওয়ায় ৪.৫৭ কোটি টাকার বিল অগ্রায়ন করা যায়নি।

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				• ভেরিয়েশন অনুমোদন বিলম্বের কারণে মালমাল সংগ্রহে বিলম্ব হয়েছে/হচ্ছে। ফলে এখাতে টার্গেট অনুযায়ী ব্যয় নিশ্চিত করা যায় নি। • জিওবি রাজস্বের ব্যয় খাত ৩২৫৭১০১ এর বিপরীতে বরাদ্দের স্বল্পতায় উক্ত খাতের পাশকৃত বিল থেকে ০.১৩ কোটি টাকা স্থগিত রেখে বিল পরিশোধ করতে হয়। • ব্যয় খাত ৩২৪৪১০১ তে সরকারি নির্দেশনার আলোকে ৫০% এর মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখতে হয়েছে। • ভারতে Covid-19 এর সংক্রমণজনিত কারণে Industrial Oxygen ঘাটতি থাকায় পিএসসি স্লীপার ষ্টীল, ব্রীজের মালামাল ঠিকাদার সংগ্রহ করতে পারেনি। ফলে বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি খরচ করা সম্ভব হয়নি। • ঢাকা বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তার পদ খালি থাকায় অবৈধ স্থাপনা অপসারণ যথাসময়ে না করায় প্রকল্পের সাইট বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন সংস্থার Utility shifting কাজে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যথাসময়ে কাজ না করায় প্রকল্পের সাইট বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। যার ফলে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা যায়নি। • ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আরএডিপি'র স্থানীয় মুদ্রা সিডিএন্ডভ্যাট খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ১২৫০০ লক্ষ টাকা ছাড়করণ হলেও ৪র্থ কিস্তিতে ছাড়কৃত ৩৮৪৮.৭৫ লক্ষ টাকা iBAS++ system এ লক থাকার কারণে iBAS++ system এ বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। • প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কাজের অগ্রগতি না হওয়ায় জিওবি অংশের টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। • ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ওয়াক প্রোগাম না থাকা। • ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুল কী-পার্সোনেল, অপর্যাপ্ত মেসিনারীজ ও অপর্যাপ্ত মজুদ নির্মাণ মালামাল। • ঠিকাদারের কাজ তদারকিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের লোকবল না থাকা। • বৈশ্বিক কোভিড মহামারিতে ভারতীয় সীমান্ত বন্ধ থাকায় কি-পার্সোনেলগণের নিয়ন্ত্রিত চলাচল এবং ভারতীয় মালামাল আমদানিতে মন্থর অবস্থা। • অপ্রত্যাশিত আগাম বন্যা, আগাম এবং দীর্ঘায়িত বৃষ্টিপাত। • কিছু BOQ আইটেমের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা সমাধানে RDPP এর ৫% ভ্যারিয়েশন/দাখিল কৃত ভ্যারিয়েশন এবং Claims & Compensation অনুমোদন না হওয়া।
৪.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৭৬৮৭.০০	৬৯২২.৬৬ ৯০.০৬%	• অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা ব্যয় প্রাক্কলন বেশি হওয়ায় চুক্তি সম্পাদন করতে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ১৬/০৭/২০১৯

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				খ্রি: তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় ৮ (আট) মাস সময় অতিবাহিত হয়। ফলশ্রুতিতে, প্রকল্প কার্যকর করতে তহবিল ছাড়করণ এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত পদ্ধতিগত কারণে প্রকল্পের শুরুতেই প্রথম আড়াই বছর ব্যয় হয়। • ২০১৯ সালের শেষের দিকে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হলেও কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারিজনিত সংক্রমণ ও বিধি নিষেধের কারণে মার্চ ২০২০ থেকে শিল্প কারখানা পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। এছাড়াও প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানসমূহের (ERF, PIFIC ও Feasibility ফার্মসমূহ) জনবল বিভিন্ন সময়ে কোভিড-১৯ মহামারিতে সংক্রমিত হয়েছিল। এ কারণেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম। • মূল প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে প্রকল্পের চারটি টেকনোলজি সেন্টারের জন্য জমি নির্বাচন করা হয় নি। প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চারটি টেকনোলজি সেন্টারের জন্য ভূমি নির্বাচন, টেকনোলজি সেন্টারের সেবাসমূহ নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় টেকনোলজি ও মেশিনারি এবং স্থাপনার আয়তন ও পরিমাণ চিহ্নিত করে ৪টি টেকনোলজি সেন্টারের জন্য মোট ৩০.২০ একর জমি লীজ/অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়। এতে পদ্ধতিগত কারণে সময় ক্ষেপণ হয় এবং প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন থাকার ফলশ্রুতিতে টেকনোলজি সেন্টার চারটির নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম। • প্রকল্পের আওতায় সঠিক সময়ে জনবল নিয়োগ করতে না পারায় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অক্টোবর ২০২২ সালে হয়। • প্রকল্পের আওতায় ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়। • করোনা পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটা কার্যক্রম বন্ধ ছিল। • বিজিএমইএ এর ইনোভেশন সেন্টার তৈরি করতে গিয়ে কয়েকবার টেন্ডার কল করা হয় সঠিক দরপত্র পাওয়ার জন্য। এসকল কারণে প্রকল্প সাহায্য ব্যয় কম হয়। • প্রকল্পটি ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে অনুমোদিত হয়। অর্থাৎ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রকল্পের কার্যক্রমের জন্য ৪ মাস সময় পাওয়া যায়। এই কারণে প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (৭০%) জাতীয় গড় অপেক্ষা কম হয়েছে।
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১২৮০০০০.০০	১১৫১১০২.০০ ৮৯.৯৩%	রাশিয়া, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়া মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হলে রাশিয়া থেকে ডলার প্রেরণ সম্ভব না হওয়ায় এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে।
৬.	স্থানীয় সরকার বিভাগ (থোক বরাদ্দসহ)	৯০০২১৩.০০	৮০৬২৩৬.৩৩ ৮৯.৫৬%	• রাশিয়া, ইউক্রেন যুদ্ধের কারনে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে উক্ত মালামাল বাংলাদেশে আনা সম্ভব হয়নি। নির্মাণস্থলের জায়গা সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় ০২টি পূর্তকাজ শুরু করতে বিলম্ব হওয়া।

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				• CVID-19 মহামারী এবং লকডাউন এর কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। • ড্রয়িং ডিজাইন অ্যান্ড মনিটরিং (ডিএসএম) ফার্ম নিয়োগ বিলম্ব হয়। • বিশ্বব্যাংক Frame Work প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ে বিশ্বব্যাংকের অনুমোদনের পর প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম শুরু করতে হয়। একারণে অগ্রগতি কম হয়েছে। • কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও সরকারের কৃচ্ছতাসাধন নীতির কারণে ব্যয় কম হয়েছে। • দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়া অর্থব্যয় কম হয়েছে। • আন্তঃমন্ত্রণালয় বিশেষত সড়ক ও জনপথের সাথে সমন্বয়ের জটিলতা থাকায় ভৌত কাজ বিলম্বিত হয় ফলে ব্যয় কম হয়। • আলোচ্য প্রকল্পের জিটুজি ভিত্তেতে চীন সরকারে অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। এখনও ঋণ চুক্তি সম্পাদিত না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। • করোনার কারণে Field level এ কাজ হয়নি। এ কারণে Partner NGO কে অর্থ প্রদান না করায় ব্যয় কম হয়েছে। • দাতা সংস্থা (FCDO) এর কারণে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে Annual Work Plan (AWP) এ Goods এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮টি অর্জিত হয়েছে ১৪টি, Works এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২ টি অর্জিত হয়েছে ৪টি এবং Services এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯টি, অর্জিত হয়েছে ৬টি, বিধায় উল্লেখিত অর্থবছরে প্রকল্প সাহায্য কম ব্যয় হয়েছে।
৭.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৭৯৪০৩.০০	৭০০০৪.৮০ ৮৮.১৬%	• বৈশ্বিক সংকটের কারণে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে সময়মতো ০৬টি পেট্রোল বোট ভেসেল সরবরাহ না করায় সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ অব্যয়িত রয়েছে; • ব্যক্তি পরামর্শক ও পরামর্শক ফার্ম নিয়োজিত এবং এসএমই পর্যায়ে ভ্যালুচেইন বিষয়ে উপযুক্ত মানসম্মত প্রার্থী/আবেদন না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট খাতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যয় করা সম্ভব হয়নি; • সামুদ্রিক জলযান পর্যবেক্ষণের কাজে Automatic Identification System (AIS) এর মুল উপকরণ জিপিএস চিপস ও মাইক্রো কন্ট্রোলার উৎপাদন সংকট থাকায় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সময়মত সরবরাহ করতে না পারায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যয় করা সম্ভব হয়নি; • পূর্তকাজের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও উপযুক্ত দরদাতা না পাওয়ায় পুনরায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার ফলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি; • অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে সকল প্রকার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণ বন্ধ থাকায় সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি; • আম্ব্রেলা প্রজেক্টের (ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচারাল এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট- মৎস্য অধিদপ্তর অংশ) ক্ষেত্রে

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড় না হওয়ায় অর্থ অবায়িত রয়েছে।
৮.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৩৫৫৫১.০০	৩১১৯৭.৫৩ ৮৭.৭৫%	প্রকল্প সাহায্য বাবদ বরাদ্দ বাদ দেয়া
৯.	অর্থ বিভাগ	৩২৪৪৪.০০	২৮২১৩.১৬ ৮৬.৯৬%	• করোনার কারণে যথাসময়ে Technical Training Center এবং Technical School & College Job Placement Target অর্জিত না হওয়ায় বিল পরিশোধ করা হয়নি, বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছে। • BRTA কর্তৃক যথাসময়ে পরীক্ষা নিতে না পারায় লাইসেন্স ফি বাবদ অর্থ প্রদান করা সম্ভব হয়নি, বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছে। • বিদেশ ভ্রমনের ওপর বিধিনষেধ থাকায় কর্ম পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়িত না হওয়া। • করোনার কারণে নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের শুরুতে বিলম্ব, নির্মাণের সাথে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সম্পর্ক থাকায় যুগপতভাবে প্রকল্পের উল্লিখিত কর্ম সম্পাদন সুষ্ঠুভাবে না হওয়ায় বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। • Job Placement Target অর্জিত না হওয়ায় এবং Industrial Association কর্তৃক বিল দাখিল না করায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
১০.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩৩৪৬৩.০০	২৮৭৮৪.৬২ ৮৬.০২%	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সময়মত কাজ শুরু না করা। দরপত্র অনুমোদন, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে বিলম্ব। বিদেশ প্রশিক্ষণ বন্ধ থাকা। কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সময়ক্ষেপন, পরামর্শকের সম্পাদিত কাজ অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় সম্পন্ন হয়, যা বরাদ্দের চেয়ে কম। ফলে বরাদ্দের তুলনায় ব্যয় কম হয়েছে। মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে বাহিঃগমন এবং অনুপ্রবেশ ভ্রমনে নিষেধাজ্ঞা থাকা। বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণে নিষেধাজ্ঞা থাকা।
১১.	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২৯৯৫০.০০	২৫৪৬৮.৯০ ৮৫.০৪%	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Japan International Coopertation Agency (JICA) এর প্রতিনিধিদল যথাসময়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়ন না পারায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
১২.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (থোক বরাদ্দসহ)	৬৯১৭৬.০০	৫৮৫১৫.৩৭ ৮৪.৫৯%	নির্মাণ সামগ্রীর অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি ও করোনা পরিস্থিতির কারণে দুর্গম এলাকায় শ্রমিক সরবারহ দুষ্প্রাপ্য থাকায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রত্যাশা অনুযায়ী না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে।
১৩.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৭৭৩৫৬৫.০০	৬৪৭৬৩০.৪৭ ৮৩.৭২%	প্রকল্প সাহায্যপুষ্ট (PA) কতিপয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্থর হওয়া (বিশেষত ভারতীয় LOC সহায়তা পুষ্ট প্রকল্প, জাইকা সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প)। LOC সহায়তা পুষ্ট প্রকল্পসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া ভারতীয় LOC এর নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে ভারতীয় এক্সিম ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। এ অনুমোদন গ্রহণ সময় সাপেক্ষ। এছাড়া, LOC অর্থায়নের অন্যান্য শর্ত পরিপালনে দীর্ঘসূত্রিতা।
১৪.	পরিকল্পনা বিভাগ (উন্নয়ন বরাদ্দ)	২৬৩১.০০	২১৯৭.৬৩ ৮৩.৫৩%	অর্থ ছাড়ে বিলম্বের কারণে ব্যয় কম হয়েছে।

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
১৫.	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৪৩৭৯.০০	৩৬৫৬.৫৯ ৮৩.৫০%	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের বিলম্বের কারণে ব্যয় কম হয়েছে।
১৬.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২১৩৫৩৩.০০	১৬৯২০৯.৭৯ ৭৯.২৪%	কোভিড-১৯ এবং অর্থছাড়ে বিলম্বের কারণে ব্যয় কম হয়েছে।
১৭.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৬.০০	১২.৬২ ৭৮.৮৮%	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম মূলত যুব উন্নয়ন সমাবেশ, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সংক্রান্ত। বৈশিক করোনা মহামারির কারণে এ সমস্ত কার্যক্রম কম হওয়ায় প্রকল্প সাহায্য ব্যয় কম হয়েছে।
১৮.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭৩৫৭৮.০০	৫৭০২৩.৯২ ৭৭.৫০%	স্থানীয় মুদ্রায় ম্যাচিং ফান্ডখাতে কম বরাদ্দ পাওয়া, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমদানি নির্ভর পণ্য সংগ্রহে বিলম্ব হওয়া ও আগাম বন্যার কারণে কার্যক্রম সমাপ্ত করতে না পারায় প্রকল্প সহায়তা ব্যয় জাতীয় অগ্রগতির চেয়ে কম হয়েছে।
১৯.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৩৬২৪২.০০	২৭১৫৩.৩২ ৭৪.৯২%	কোভিড-১৯ এর কারণে কার্যক্রমে বিঘ্ন হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে।
২০.	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৮০৩১০.০০	৬০১৩৫.২৭ ৭৪.৮৮%	কোভিড মহামারি, প্রকল্পের জন্য জমি নির্বাচন এবং অধিগ্রহণ, ক্রয় ও সংগ্রহে বিলম্ব ইত্যাদি।
২১.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৭৩৭৭.০০	৫০১৩.২৭ ৬৭.৯৬%	"বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতা ভুক্ত ক্রয় কাজের দরপত্র মূল্যায়ন পরবর্তী প্রস্তাবের ওপর অনাপত্তি প্রদানে বিশ্ব ব্যাংকের বিলম্ব এবং এলসি ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা।
২২.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৪২৯৭.০০	২৮৩৬.২৪ ৬৬.০১%	জনবল নিয়োগ না হওয়া, স্থানীয় প্রশিক্ষণ স্বশরীরে করতে না পারা এবং সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে না পারা।
২৩.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬০৯৪.০০	৩৯৮৭.৭০ ৬৫.৪৪%	কোভিড-১৯ এর প্রভাবে কার্যক্রম সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়নি, প্রশিক্ষন সংক্রান্ত প্রকল্পের সময়মতো প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি।
২৪.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৭৮৫৫.০০	৪৮৭১.৪৬ ৬২.০২%	• করোনাকালীন বৈদেশিক বাজার বন্ধ থাকায় যন্ত্রপাতি সময়মত না আসায় ক্রয়বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি; • আন্ত:অঙ্গ সমন্বয় করে ভৌত ও নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান সময়মত করা যায়নি। • প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণের জন্য ভূমি নির্বাচন ও অধিগ্রহন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায়। • নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে ভৌত অগ্রগতি ধীরগতি হওয়া। • পরামর্শক প্রতিষ্ঠান পরিবর্তিত হওয়া। • প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য জনবল নিয়োগ বিলম্ব হওয়া।
২৫.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৪৬৫৯৬.০০	২৫৯৫৩.১৬ ৫৫.৭০%	• করোনা কালীন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি কম হওয়ায় এবং পরবর্তীতে নির্মাণ সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় মাঠপর্যায়ে কাজের গতি মন্থর হয়েছে;

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				• বৈশ্বিক মন্দার কারণে আমদানী নির্ভর সামগ্রী আমদানীতে সমস্যা হওয়ায় কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হয়েছে; • কতিপয় প্রকল্পের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও আইসিটি ল্যাব সামগ্রীর তালিকা সমতা বিধান করার জন্য প্রকিউরমেন্ট এ বিলম্ব হয়েছে; • কোভিড ও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হওয়ায়।
২৬.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫৬৭২.০০	২৪০৮.৭১ ৪২.৪৭%	• প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন ও আসবাবপত্রের দরপত্র বাতিল হওয়ায় এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় কম হয়েছে। • প্রশিক্ষণ প্রদান'- শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থ সাশ্রয় হওয়ায় এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় কম হয়েছে।
২৭.	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫৩৬১.০০	৬৯০.৫০ ১২.৮৮%	উন্নয়ন সহযোগী এক্সিম ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় সংক্রান্ত ডকুমেন্ট যথাসময়ে অনুমোদন না হওয়ায় প্রকল্প সাহায্য ব্যয় জাতীয় অগ্রগতির চেয়ে কম হয়েছে।
২৮.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১২৬৫.০০	১১৫.৬৬ ৯.১৪%	প্রকল্পের আওতাভুক্ত ক্রয় কাজের দরপত্র মূল্যায়ন পরবর্তী প্রস্তাবের ওপর অনাপত্তি প্রদানে বিশ্ব ব্যাংকের বিলম্ব।

৯—